

তর্পণ ও পার্বণ শ্রাদ্ধ

তর্পণ ও পার্বণ শ্রাদ্ধ

রতমানবে বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে ও বিভিন্ন কারণে আমাদের সনাতন ধর্মালম্বীদের অনেকে আচার-অনুষ্ঠান প্রায় লুপ্ত, পতি তর্পণ ও তমেনই একটি, বর্তমান প্রজন্মের অনেকে কাছে আজ তার অর্থ অজানা। বর্তমান দিনে অনেকেই আবেগে বশে পতি তর্পণ করে থাকেন কিন্তু কী করছেন বা কিসের জন্যই বা করছেন তা রয় যাচ্ছে অজানা, আসুন জেনে নই কিছু অজানা তথ্য এই তর্পণ বিষয় নিয়ে!!!!

গত ২২ শে আগস্ট ২০২০ গনশেচতুর্থী উদযাপন হয়ে গেলে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ২০২০ অনন্তচতুর্দশীর পুন্যলগ্নে গনশে উৎসব পালতি হবে। তারপর দিন থেকেই অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর বুধবার ইং ২০২০ থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১৬ চান্দ্রদবিস ব্যাপি পতিপক্ষ কাল শুরু হবে।

সাধারণত এক পক্ষ চান্দ্রমাসের ১৫টি তিথি কিন্তু এই পতিপক্ষে চান্দ্রের ষোলকলা ধার্য করে পতিপক্ষ কাল পালনীয়!! (পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা মোট ষোলটি তিথি) যদিও এবিষয়ে "অত্রকার্ষ্যে নরিবকাশে ন বহু সম্মত" বলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

যাইহোক পতিপক্ষ কী? এবং কেন এই পক্ষকাল হিন্দু ধর্মের মানবজাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা জানার প্রয়োজন আছে!!

চান্দ্র ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার তিথি থেকে পরের অমাবস্যা বা মহালয়ার(দেবীর আগমনের সূচনা তিথি) দিন পর্যন্ত দিন গুলিকে পতিপক্ষ বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় তথ্যসূত্র অনুসারে এই পতিপক্ষের সময়ে স্বর্গত পতিপুরুষেরা যমালয় থেকে মর্ত্যলোকে আসেন তাঁদের বংশধরের কাছে অন্ন জল গ্রহণ করতে, তাদেরকে এই অন্ন জল প্রদান করার বধির নামই পার্বণশ্রাদ্ধ ও তর্পণ বধি। সেই সময় তারা নজি বংশধরের প্রদত্ত অন্ন জল তিলাঞ্জলী গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হন এবং নজি বংশের উত্তরাধিকারীদের আর্শীবাদ প্রদান করেন।

পার্বণ শ্রাদ্ধ বা তর্পণের শাস্ত্রীয় বাখ্যা কী?

তর্পণ শব্দে ব্যুৎপত্তি হল তৃপ + অনট, তৃপ্ ধাতুর অর্থ তৃপ্তি সাধন করা, এখানে তৃপ্তি সাধন বলতে দেব-ঋষি পতি-মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধনকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে মৃত পূর্বপুরুষগণকে জলদান করাকেই তর্পণ বলা হয়। আমরা মহাভারতের যুদ্ধোত্তর পর্ববে জানতে পারি যে, মহাবীর কর্ণের আত্মা স্বর্গে গেলে সেখানে তাঁকে খেতে দেওয়া হয় শুধু সোনা আর ধনরত্ন। তার কারণ কর্ণ যখন ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন ইন্দ্র বললেন হে দানবীর কর্ণ তুমি সারাজীবন শুধু সোনাদানাই দান করছো এবং পতিপুরুষকে অন্ন জলদান করোনি তাই এই অবস্থা। তার উত্তরে কর্ণ বলেন যে তাঁর পতিপুরুষের পরচিয় আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর আগের রাতেই জানতে পরেছিলাম, যখন পান্ডবমাতা কুন্তী এসে আমার জন্ম কাহিনির পরচিয় দেন কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভ্রাতা অর্জুনের হাতেই আমার শরীরের মৃত্যু হয়। সেই হতে পতি তর্পণ আমি করতে পারিনি। তখন ইন্দ্র বুঝলেন যে এতে কর্ণের কোন দোষ নেই। তিনি কর্ণকে পনেরো দিনের জন্য মর্ত্যে ফিরে গিয়ে পতিপুরুষকে জল ও অন্ন দিতে

অনুমতি দেন। ইন্দ্রের কথা মতো এক পক্ষকাল ধরে মহাবীর কর্ণ মর্ত্যে অবস্থান করে জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্তব্য পালন করে পতিপুরুষদের অন্নজল প্রদান করেন ও নজিরে পাপ দূর করেন। সেই পক্ষটিই পরচিতি হল পতিপক্ষ নামে। এই পতি তর্পণের পরচিতি মার্কণ্ডেয়ে পুরাণে পাওয়া যায় সেখানে বলা হয়েছে যে পতিগণ শ্রাদ্ধে তুষ্ট হলো স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান ও দীর্ঘায়ু এবং পরশিষে উত্তরপুরুষকে স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করেন।

হিন্দুধর্মে পার্বণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ কেনে করণীয়??

তর্পণ একটি নতিযকর্ম।। তর্পণ প্রতদিনই করা উচিত শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে নতিযকর্ম না পালন করলে তার প্রত্যবায় ঘটে বা অপরাধ হয় সোজা কথায় পাপ হয় তাই নজিরে পাপমুক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য পালন রূপে মানব জাতিকে এই পতিতর্পণ করা উচিত।। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না, তাই আমাদের পতিগণের দেহে যে আত্মা ছিলো তিনি এখন যে শরীরেই অবস্থান করুন সেই শরীরেই জলক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করে থাকেন, শাস্ত্রমতে তর্পণ জলের ও শাস্ত্রীয় দ্রব্যের পরমাণু অর্থাৎ সুক্ಷ্মতম কণা মন্ত্রবলে তাঁর বর্তমান দেহের ভক্ষ্য বস্তুর পর মাণুর সঙ্গ মিলিত হয়ে থাকে তাই দেব-ঋষি-পতি- মনুষ্যগণের তর্পণ করলে তাঁরা খুশি হন ও বনিমিয়ে তাঁরা আমাদের সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু দান করেন।।

তর্পণাদি কার্যে কিসকলেরই অধিকার আছে?

হ্যাঁ, পতি মাতৃ বয়োগান্ত ব্যক্তিমাত্রেরই তর্পণ করা বধি, যদিকোন কারনবশতঃ পতি মাতা জীবিতকালে পতিপক্ষে স্বীয় পূর্বপুরুষের তৃপ্তির কামনায় তর্পণ করতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে পতীত্রাদিগণ অবশ্য কর্তব্য রূপে স্বীয় পূর্বপুরুষের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করতে পারেন।। (স্মৃতি চিন্তামনি ২৯৪ পৃঃ)

তর্পণ কভাবে করবেন ও কখন কার জন্য করবেন??

আচার্য বট্টাধায়নের মতে নদীতীরে তর্পণ করাই শ্রেয়। তবে প্রতিষ্ঠিত পুষ্করণী বা স্থলেও তর্পণ করা যায়, স্থলে তর্পণ করলে তর্পণজল আমার পাত্রের ফলেতে হবে এবং শেষে তা নদী, পুষ্করণী বা পবিত্র স্থানে ফলেতে হবে।। এটিই স্মার্ত্তবধিান প্রচলতি।। পূর্বপুরুষের বদ্বিহী আত্মার তুষ্টবিধান করার জন্য যারা গয়াপন্ডি দান করেছেন তারাও এই পতিপক্ষ সময়ে সেই পূর্বপুরুষের মৃততথিরি দবিসে বা শেষে দবিস অর্থাৎ অমাবস্যায় অবশ্যই তিলাঞ্জলী প্রদান করবেন।। তাম্রপাত্রের গঞ্জাজল, তিল, কুশ, হরতীকী, তুলসীপাতা, সাদা ফুল নিয়ে নাভীপ্রমাণ নদী বা পুষ্করণীতে জলে মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ মুখনিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণ শ্রবণ করে যথাবধি পতিপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা বধি, তবেই তা ফলপ্রসূ হয়।।

পতিপক্ষে কিসুধু পতিতান্ত্রকি তর্পণ করা হয়???

না, শুধুমাত্র পতিতর্পণই এসময়ে করা হয় না, তর্পণের শুরুতেই করা হয় *দেব-তর্পণ* এই মন্ত্রের 'ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্।। ওঁ ঋগুসৃপ্যতাম্।। ওঁ রুদ্রসৃপ্যতাম্।। ওঁ প্রজাপতিসৃপ্যতাম্।।

এই চার জন ছাড়াও মন্ত্র ও জল দ্বারা দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রুরস্বভাব জন্তু, সর্প, সুপর্ণ যা হল গরুড়জাতীয় পক্ষী ও বৃক্ষ, সরীসৃপ, সাধারণ পক্ষী, বদ্বিধার কনিষ্ঠ, জলচর, খেচর, ভূত এবং পাপ ও ধর্মকার্যের যত জীব আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য তর্পণ করা হয়।

দেবতর্পণের পর করা হয় *ঋষি-তর্পণ* যার মন্ত্রের অর্থ কিছুটা এই সনক, সনন্দ, সনাতন, কপলি, আসুরি, বোড়ু ও পঞ্চশক্তি আপনারা সকলে আমার প্রদত্ত জলে সর্বদা

তৃপ্তিলাভ করুন, এবং মন্ত্র ও জল দ্বারা আমরা মরীচি, অত্রি, অঙ্গরি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচতো, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের তর্পণ করি।

এরপর *দ্বিষ-পতি-তর্পণ* আমরা নজি নজি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে সাতটি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেকেকে এক এক অঞ্জলি সতলি জল দ্বিষ পতি গণের উদ্দেশ্যে দান করে থাকি। মন্ত্রে বলা হয়, হে আমার পূর্বপুরুষগণ আসুন, এই অঞ্জলি পরমিতি জল গ্রহণ করুন, পতিপুরুষগণকে ও স্বর্গত পতি, পতিমহ, প্রপতিমহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পতিমহী, প্রপতিমহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, গুরু, জ্যেষ্ঠা, খুড়া, বমিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, জ্যেষ্ঠী, খুড়ী, পসি, মাসী, মাতুল, মাতুলানী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভগ্নপতি, জ্ঞাত, আদ্যিতজন যবে সকল দহেত্যাগ করছেন তাঁদের সকলের নামে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করে তর্পণ করা হয়।

তর্পণের সবচাইতে সুন্দর যবে অংশটি যা আমাদের অতিশয় অভিজ্ঞ করে সে হল আমার বংশে যবে সকল জীব অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছেন বা যাদের দাহাদিসংস্কার হয়েছে বা যারা দগ্ধ হন নাই কিংবা কটেই তাদের দাহাদিসংস্কার কার্য্য করে নাই তাদেরও তৃপ্তি ও স্বর্গ লাভের জন্যে

ওঁ নমঃ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যবে জীবা... এই মন্ত্র সহকারে জল দান করা এবং

ওঁ নমঃ যবে বান্ধবা অবান্ধবা বা... ইতি মন্ত্রে আমাদের যবে সকল আমাদের বন্ধু ছিলেন এবং যবে সকল আমার বন্ধু নন, যবে সকল জন্ম-জন্মান্তরে আমাদের বন্ধু ছিলেন, এবং যারা আমাদের নিকট হইতে জলের প্রত্যাশা করেন, তাঁদের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভের জন্যে ও তর্পণ করা হয়। এরপর আমরা করি *ভীষ্ম-তর্পণ* এই মন্ত্রের অর্থ কিছুটা এই যবে বৈয়াঘ্রপদ্য যার গোত্র, সাঙ্কৃতি যার প্রবর, সেই অপুত্রক ভীষ্মবর্ম্মাকে এই জল দিচ্ছি। শান্তনু-তনয় বীর, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মবর্ম্মা এই জল দ্বারা পুত্র-পৌত্রচিতি তর্পণাদি-ক্রিয়া-জনিত তৃপ্তি লাভ করুন।

ভীষ্ম-তর্পণের পর করা হয় *রাম-তর্পণ* সম্পূর্ণ তর্পণ করা সম্ভব না হলে শুধু এই তর্পণ করলেই হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত, রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালে এই মন্ত্রেই তর্পণ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। রাম তর্পণ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যবে ‘ব্রহ্মলোক অবধি যাবতীয় লোক সমীপে অবস্থিত জীবগণ, যথা যক্ষ, নাগাদি, দবেগণ, যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবি প্রভৃতি, ঋষিগণ যথা মরীচি, অত্রি, অঙ্গরিাদি, পতিগণ, মনুষ্যগণ সনক, সনন্দ প্রভৃতি, পতি-পতিমহাদি এবং মাতামহাদি সকলে তৃপ্ত হোন। আমার কেবল এই জন্মের নয়, আমার বহুকটাকুল, বহু জন্মান্তরে গত হয়েছেন, সেই সকল কুলের পতি-পতিমহাদি, সপ্তদ্বীপবাসী যথা জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রটীংচ, শাক, পুষ্কর, সমুদয় মানবগণের পতি-পতিমহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হোন। তারপর করা হয় *লক্ষণ-তর্পণ* বলা হয়েছে যবে রাম-তর্পণেও অশক্ত হলে এই তর্পণ করা হয়, কারণ বনবাসকালে রাম ও সীতার সর্বোৎসাহে থাকার সময় সময়ভাবে, লক্ষণ শুধু যবে মন্ত্রে তর্পণ করতেন তার অর্থ হল ‘ব্রহ্মা হইতে ত্রণ পর্যন্ত সমস্ত জগৎ, জগতের লোক, স্থাবর জঙ্গমাদি, সকলে তৃপ্ত হোন’। তারপর বস্ত্র নংড়ানো জলে যাদের কটে কটাও নাই তাদের তর্পণ করা হয়, সেই মন্ত্রের বাংলায় যার অর্থঃ ‘যারা আমাদের বংশে জন্মে পুত্রহীন ও বংশহীন হয়ে গত হয়েছেন, তারা আমার এই বস্ত্র-নংড়ানো জলে তৃপ্ত হোন। তারপর ওঁ নমঃ পতি-স্বর্গঃ পতি-ধর্ম্মঃ.. মন্ত্রে করা হয় পতিস্তুতি!! যার অর্থ.. পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতিই পরম তপস্যা অর্থাৎ পতি সর্বোচ্চ তপস্যা, পতি প্রসন্ন হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন!!

এরপর, পতিপ্রণাম করা হয় যবে মন্ত্রে তার অর্থ এই যবে ‘যাঁহারা স্বর্গে মূর্ত্ত্তিধারণ করিয়া বরাজ করছেন, যারা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন, যাদের নিকট অভীষ্ট-ফলের কামনা করলে যারা সকল বাঞ্ছিত-ফল দান করতে সমর্থ এবং কোন ফলের কামনা না করলেও যারা মুক্তি প্রদান করতে সক্ষম, সেই পতিগণকে প্রণাম করি’।

এরপর সূর্য্যদেবের উদ্দেশে পূর্ব্বদিকে মুখ করে ওঁ নমো ববিস্বতে ব্রহ্মণ,
ভাস্বতে... মন্ত্রে জল দেওয়া হয়, তারঅর্থ- হে পরম ব্রহ্মস্বরূপ সবিত্রিদিবে ! আপনি
তজেশ্বী, দীপ্তমিতান ; বশ্বিব্বাপী তজেরে আধার, জগতেরে কর্ত্তা, পবিত্র,
কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; আপনাকে প্রণাম করি।

জোড় হাতে বলা হয়- ওঁ নমঃ জবাকুসুম-সংঙ্কাশং, কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতিং... মন্ত্রে
প্রণাম জানানো হয় সূর্য্যদেবকে যার অর্থজবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, কাশ্যপরে পুত্র,
অশ্বিনী দীপ্তশালী, তমোনাশী, সর্ব্বপাপ নাশকারী দিবাকরকে প্রণাম করি এবং
সর্ব্বশেষে অচ্ছদ্রাবধারণ, বগৈশ্ব-সমাধান ও জপের দ্বারা আমরা তর্পণের সমাপ্তি
করে থাকি। নানান শাস্ত্রীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রাঞ্জলতা সহকারে আপনাদের
কাছে হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কৃতির আলোকে পত্নীপক্ষে তর্পণাদি বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা
করলাম।। আশা করছি সকলে মিলে দায়িত্বশীল ভাবে নিজের সংস্কৃতি ও পত্নীপুরুষের
হৃৎগৌরব ফরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা করবেন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য রূপে পত্নীতর্পণ
করবেন।। বর্ত্তমান দিনে পত্নীপক্ষে কছি সংখ্যক মানুষের তর্পণের আগ্রহ দেখে মনে হয়
যে আমাদের কাছে আমাদেরই পূর্ব্বজদের অনুষ্ঠিতি কছি আচার অনুষ্ঠান এখনও সমাদৃত
আছে।

